22/7/2007

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ২ ......

দৈনিক সংবাদ

সরকারি নীতিমালা পৌঁছেনি

কলেজগুলো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে নিজস্ব নিয়মে

কৈলাস সরকার ॥ সারাদেশে কলেজ পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব নীতিমালায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একটি নীতিমালা ঘোষণা দিলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তা পৌঁছেনি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না এবং সম্ভবও নয়। ফলে কলেজগুলোতে ভর্তি করা হচ্ছে নিজস্ব নিয়মনীতি অনুযায়ী।

চলতি শিক্ষাবর্ষ ২০০১-২০০২ থেকে কলেজগুলোতে ভর্তি করা হচ্ছে নতুন প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে। আগে ভর্তি করা হতো এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাপ্ত নম্বরের পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষাও নিত; কিন্তু এ বছর এসএসসির ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত হওয়ায় পুরনো পদ্ধতি বাতিল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা জরুরি হয়ে পড়ে; কিন্তু শিক্ষা-মন্ত্রণালয় যেহেতু আগে থেকে কোন নীতিমালা ঘোষণা দেয়নি তাই বাধ্য হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব একটা নীতিমালা দাঁড় করিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা নীতিমালা ঘোষণা দিলেও তা এখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পৌঁছেনি। তবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, সরকারি এই নীতিমালা অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

কলেজে ভর্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত ১১ দফা নীতিমালার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে ভর্তির জন্য কলেজগুলোতে ১শ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষা ৮০ নম্বরের এবং মৌখিক পরীক্ষা ২০ নম্বরের। এছাড়া ন্যূনতম এসএসসিতে সকল বিষয়ে ডি গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবে। এমনকি এক বিষয়ে এফ গ্রেড পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাও ভর্তি হতে পারবে। নীতিমালা অনুযায়ী ১.৫ পয়েন্টপ্রাপ্তদের সবাই কলেজে ভর্তি হতে পারবে। তবে প্রত্যেককে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেবল উচ্চ-মানসম্পন্ন কিছু কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হচ্ছে। মানের ভর্তি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

ভর্তি ঃ প্রক্রিয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিক থেকে নিচের কলেজগুলোতে কোন পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি করা হচ্ছে। সেখানেও সরকারি নীতিমালার কোন সম্পর্ক নেই।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, উচ্চ মানসম্পন্ন কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য আবেদন করারও একটা যোগ্যতা নিজেরাই তৈরি করেছে। সেখানে সকল ছাত্র আবেদনও করতে পারবে না। এছাড়া বিভিন্ন কলেজে ভর্তির আবেদন ফরম ছাড়া হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ফরমের মূল্য ভিন্ন। এক্ষেত্রে সরকারি কোন নীতিমালা বা বিধিনিষেধ নেই।

জানা গেছে, নটর ডেম কলেজে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ১৭ই জুলাই থেকে, চলবে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। এখানে ভর্তির জন্য আবার শহর ও গ্রামের মধ্যে তফাত রয়েছে। এখানে শহরের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞানে ন্যূনতম যোগ্যতা ৪.২৩, বাণিজ্যে ৩.৩০ এবং মানবিকে ৩ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য যথাক্রমে ৪, ৩ এবং ২.৭০ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভিকারুননেসা স্কুল অ্যান্ড কলেজে ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ১৭ই জুলাই থেকে, চলবে আজ ২২শে জুলাই পর্যন্ত। এখানে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানে ৪.৫, বাণিজ্যে ৪ এবং মানবিকে ৩ পয়েন্ট। তবে নিজস্ব স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রীদের জন্য এই নীতিমালায় অনেকটা ছাড় দেয়া হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বিজ্ঞানে ৪.২৫, বাণিজ্যে ৩.৮৮ এবং মানবিকে ২.৮৮ পয়েন্ট।

হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে গত ১৫ই জুলাই থেকে ফরম বিতরণ শুরু হয় এবং গতকাল ২১শে জুলাই শেষ হয়। এখানে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানে ৪ এবং মানবিকে ৩.২৫। মিরপুর কমার্স কলেজে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানে ৩.৫০, বাণিজ্যে ও মানবিকে ৩.২৫ পয়েন্ট। তবে হিসাব বিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড পেতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানে ৩.৫০, মানবিক ও বাণিজ্যে ৩.২৫ পয়েন্ট। এখানেও হিসাব বিজ্ঞান ও গণিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড পেতে হবে এবং কোন বিষয়ে 'সি' গ্রেড পেলে সে আবেদন করতে পারবে না।

মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানে ৪, বাণিজ্যে ২.৮০ এবং মানবিকে ২.৬০ পয়েন্ট।

ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজে ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানে ৩, বাণিজ্যে ২.৫০ এবং মানবিকে ২ পয়েন্ট। এখানে আবেদনের শেষ সময় আগামী ২রা আগস্ট। লিখিত পরীক্ষা হবে ৩রা আগস্ট এবং মৌখিক পরীক্ষা ৪ঠা আগস্ট।

বিএএফ শাহীন কলেজে ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানে ৪, বাণিজ্যে ৩ এবং মানবিকে ২ পয়েন্ট।

ইউনিভার্সিটি উইমেন্স কলেজে ন্যূনতম যোগ্যতা জিপিএ-১। তবে যারা বিজ্ঞানে ৩, বাণিজ্যে ৩.৫০ এবং মানবিকে ২.৫০ পয়েন্ট পেয়েছে তারা সরাসরি ভর্তি হতে পারবে। তাদের কোন পরীক্ষাই দিতে হবে না।

কলেজগুলো নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে নিজস্ব নীতিমালায় ভর্তি শুরু করেছে। আর সরকারি নীতিমালা হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু সরকারি কিছু নিজস্ব নীতিমালা মিলিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে কোন লিখিত পরীক্ষা হবে না। এখানে শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞানের জন্য ৩.৫ এবং বাণিজ্যে ২.৫ পয়েন্ট।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিছু সংখ্যক কলেজ ছাড়া সারাদেশের কলেজগুলোতে কোন রকম ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি করা হচ্ছে।

উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন,